ত্রৈমাসিক
আমিক বার্তা
ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের তামাক, মাদক ও এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রম আমিক-এর মুখপত্র

এফসিটিসির আলোকে আরও কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন চাই

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-র ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ প্রণয়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রনয়ণের ফলে তামাক নিয়ন্ত্রণের বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। যেমন-

- পত্র-পত্রিকায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপণ বন্ধ হয়েছে;
- ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপণ বন্ধ হয়েছে;
- পাবলিক প্লেস ও পাবলিক পরিবহনের ধূমপান হ্রাসে ও জনগণের মধ্যে কিছুটা হলেও সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মানুষের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে;
- তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমে সরকার আরো উদ্যোগী হয়েছে;
- ধূমপানমুক্ত পরিবেশের জন্য অধূমপায়ীদের অধিকার প্রদান করা হয়েছে;
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্ক ফোর্স কমিটি গঠন ও পর্যায়ক্রমে সক্রিয় করা হচ্ছে;
- জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং এই সেলের মাধ্যমে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে, ইত্যাদি।

বাস্তবতার নিরিখে যদি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনকে সংশোধন ও আরো শক্তিশালী করা যায়, তাহলে জনস্বাস্থ্য রক্ষায় সরকার আরো সফল হবে। সুধী সমাজ ও তামাক নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টরা এ সংক্রান্ত আইনকে আরো কার্যকর করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশ করেছে।

ধোঁয়াবিহীন তামাকপণ্যগুলোকেও আইনের আওতায় আনা

বর্তমান আইনের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা হচ্ছে- জর্দা, গুল, সাদাপাতা, খৈনীসহ ধোঁয়াবিহীন তামাককে তামাকপণ্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়নি। প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার মধ্যে ২৭ শতাংশেরও বেশি মানুষ ধোঁয়াবিহীন তামাক ব্যবহার করছেন; অন্যদিকে ধূমপায়ীর হার ২৩ শতাংশ। এফসিটিসিতেও তামাকপাতা থেকে তৈরি সব ধরনের পণ্যকেই 'তামাকপণ্য' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। তাই জর্দা, গুল, সাদাপাতা, খৈনীসহ সব ধরনের ধোঁয়াবিহীন তামাককে 'তামাকপণ্য' হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে বর্তমান আইনের সংশোধন করতে হবে।

তামাকপণ্যের মোড়কে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী সংযুক্ত করতে হবে

বাংলাদেশে তামাকপণ্যের মোড়কে আইনানুসারে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী বিদ্যমান। তবে দেশের মানুষের বৃহদাংশ যেখানে নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত সেখানে এসব লিখিত সতর্কবাণী অধিকাংশ মানুষের কাছেই কোনো অর্থ বহন করে না। তাই এসব মানুষের জন্য চাই ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী।

তামাকপণ্যের মোড়কের অন্তত অর্ধেক জায়গা জুড়ে এসব ছবিতে থাকবে তামাকজনিত বিভিন্ন রোগের বিভৎস ছবি। তাহলেই এসব সতর্কবাণী তামাকসেবীদের মধ্যে ভীতির সৃষ্টি করবে। এফসিটিসি-র পরামর্শ অনুসারে পৃথিবীর ৪৩টি দেশে ইতোমধ্যেই তামাকপণ্যের মোড়কে ছবিযুক্ত স্বাস্থ্য সতর্কবাণী চালু হয়েছে।

শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ চাই

অ-ধূমপায়ীদের পরোক্ষ ধূমপান থেকে রক্ষা করার জন্য এফসিটিসি শতভাগ ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছে। বাংলাদেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে জনসমাগমস্থল (পাবলিক প্লেস) ও জনপরিবহন (পাবলিক ট্রান্সপোর্ট) ধূমপানমুক্ত। তবে 'পাবলিক প্লেস'-এর সংজ্ঞায় সব ধরনের স্থানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোটেল-রেস্তোরাঁ ও কর্মক্ষেত্র, যদিও এসব স্থানেই সাধারণ মানুষ পরোক্ষ ধূমপানের শিকার হন সবচেয়ে বেশি। একইভাবে 'পাবলিক ট্রান্সপোর্ট'-এর মধ্যে অ-যান্ত্রিক যানবাহনের কথা বলা হয়নি। এসব বিবেচনায়, বর্তমান আইনটিকে সংশোধন করে পাবলিক প্লেস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্ট-এর আওতা বাড়ানো প্রয়োজন।

তামাকপণ্যের প্রচারণা বন্ধে আরও কার্যকর পদক্ষেপ জরুরি

তামাকপণ্যের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা আইনত দন্ডনীয়। তবে আইনের কিছু ফাঁক-ফোঁকর রয়েছে যা ব্যবহার করে তামাক কোম্পানীগুলো তামাকপণ্যের প্রচারণা ব্যাপকভাবে অব্যাহত রেখেছে। বিজ্ঞাপণ বন্ধের বিধান তামাকপণ্যের বিক্রয়স্থলগুলোতে প্রযোজ্য নয়। তাই তামাকপণ্যের অসংখ্য দোকানে যত্রতত্র চোখে পড়ে প্রচুর বিজ্ঞাপণ। এছাড়া আইনের দুর্বলতার সুযোগে পরোক্ষ বিজ্ঞাপন চলছে হরদম। চলছে বিভিন্ন ধরনের প্রচারণা ও পৃষ্ঠপোষকতা। এসব প্রচারণাকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের ফাঁক-ফোঁকরগুলি বন্ধ করে আইনটিকে সংশোধন ও আরও কার্যকর করতে হবে।

তামাক সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা চলবে না

তামাকপণ্যের মধ্যে কোনো নিরাপদ বা কম ক্ষতিকর পণ্য নেই। সব ধরনের তামাকপণ্যই স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি ও মৃত্যুর কারণ। অথচ তামাক কোম্পানীগুলোর সুচতুর প্রচারণায় তামাকসেবীরা বিভ্রান্ত হয়ে তামাক ছাড়ার পরিবর্তে তথাকথিত 'কম ক্ষতিকর' বিভিন্ন তামাকপণ্য সেবন করছেন। তামাকপণ্যের মোড়কে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বিশেষণ যেমন 'লাইট', 'লো টার', 'আল্ট্রা লাইট', 'মাইল্ড' ইত্যাদি শব্দ বা ক্ষতির মাত্রা নির্দেশক বিভিন্ন রঙের ব্যবহার এফসিটিসি অনুসারে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। পৃথিবীর অন্তত ৫০টি দেশে এসবের ব্যবহার ইতোমধ্যেই নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

(এরপর ২-এর পাতায়)।

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে প্রতি বছর ১ লক্ষ ২২ হাজার ৫০০ একর জমিতে তামাক চাষ হয় এবং দেশের প্রায় ১ কোটি ৯০ লক্ষ পুরুষ বিড়ি-সিগারেটের মাধ্যমে ধূমপান করে থাকে। তামাক ব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে বাংলাদেশে প্রতি বছর ৫৭ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করেন এবং ৪ কোটি ৩০ লক্ষ মানুষ ধূমপান না করেও পরোক্ষ ধূমপানে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার উদ্যোগে ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোবাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি)-এর ধারাবাহিকতায় জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন-২০০৫ প্রণয়ন সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি নিঃসন্দেহে বাংলাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টার একটি প্রধানতম অর্জন। এ আইনে এফসিটিসির অনেকগুলো শর্ত যদিও পুরোপুরি বা আংশিকভাবে পালিত হয়েছে, তারপরও এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা, যার ফলে এ আইনটির সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে কার্যকরভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাস্তবতার ভিত্তিতে বর্তমান আইনটিকে সংশোধন করে অধিকতর কার্যকর করা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তামাক বিরোধী কার্যক্রম দিন দিন জোরদার হচ্ছে। পক্ষান্তরে তামাক কোম্পানীগুলো বসে নেই। তারাও অব্যাহত ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ব্যবসা ঠিক রাখা এবং তামাক ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়ানোর জন্য। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন যাতে সংশোধন না হয় তার জন্য চেষ্টার কোনো ত্রুটি রাখবে বলে মনে হয় না। এজন্য তামাক বিরোধী সংগঠন, ব্যক্তি ও সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে সজাগ থাকতে হবে যাতে আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে কোনক্রমে বাধাগ্রস্ত করতে না পারে।

ত্রৈমাসিক আমিকবার্তা

২য় বর্ষ ■ ৫ম সংখ্যা ■ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১১

সম্পাদক
কাজী রফিকুল আলম

নির্বাহী সম্পাদক
ইকবাল মাসুদ

সম্পাদকীয় পরিষদ
শেখর ব্যানার্জি, মাহ্‌ফিদা দীনা রুবাইয়া, জাহিদ ইকবাল, আশরাফ আলম কাজল, নূর শাহানা

গ্রাফিক্স ডিজাইন
সেকান্দার আলী খান

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন...
www.amic.org.bd

(১ম পাতার পর) এফসিটিসির আলোকে...

অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য তামাক নয়

পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতোই বাংলাদেশে ১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো মানুষই শিশু হিসাবে বিবেচিত। এসব শিশুর কাছে কিংবা এদের মাধ্যমে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করতে এফসিটিসির স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। সে অনুসারে বাংলাদেশেও ১৮ বছরের কম বয়সী কারো কাছে বা এমন কারো মাধ্যমে তামাকের ক্রয়-বিক্রয় সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করতে হবে।

জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে

বাংলাদেশের বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে বিভিন্ন বিধান লংঘনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন হারে জরিমানা করার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে এসব জরিমানার পরিমাণ নিতান্তই অপ্রতুল এবং আইন লংঘন থেকে বিরত রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। তাই এসব জরিমানার পরিমান অনেকগুণ বাড়াতে হবে। পাবলিক স্পেস ও পাবলিক ট্রান্সপোর্টে ধূমপানের জন্য জরিমানা ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করতে হবে। তামাক কোম্পানী কর্তৃক আইন লংঘনের জন্য জরিমানার পরিমাণ ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করতে হবে আর তা অনাদায়ে শাস্তির পরিমাণ বাড়িয়ে ৬ মাসের কারাদন্ডের বিধান করতে হবে।

তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করা আর তামাকের উপর কর বৃদ্ধি জরুরি

তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করার জন্য কৃষকদের বিকল্প ফসল চাষের ব্যবস্থা করে দেওয়া এবং তামাকপণ্যের কর অব্যাহতভাবে বাড়ানোর মাধ্যমে সব ধরনের তামাকপণ্যের উত্তরোত্তর মূল্য বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনে সুস্পষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে।

আইনের প্রয়োগ সহজতর করতে হবে

বর্তমান তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের প্রয়োগ সহজ নয়। একে আরো প্রয়োগবান্ধব করতে হবে। পাবলিক প্রেস ও পরিবহনের কর্তৃপক্ষকে আইন প্রয়োগের ক্ষমতা দিতে হবে। পুলিশ বাহিনীকে এ আইনের প্রয়োগে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর যে কোনো ব্যক্তির আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে। তাহলেই আইনের কার্যকর প্রয়োগ সম্ভব হবে। কার্যকর তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের মাধ্যমে সফলভাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব।

হোপ ক্লাব এর শুভাকাঙ্খী বন্ধু সায়েম

হোপ ক্লাব এর একজন শুভকাঙ্খী বন্ধু সায়েম। সে গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের একজন রিকোভারি। সায়েম একটি অক্সিজেন সিলিন্ডার ও সাকার মেশিন যশোর সেন্টার এর রোগীদের ব্যবহারের জন্য গত ২১ এ জুলাই ২০১১ তারিখে সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুল ইসলাম কাজল এর কাছে হস্তান্তর করে। জনাব সায়েম হোপ ক্লাব-এর একজন সক্রিয় সদস্য।

গাজীপুরে ট্রেনিং নিড এ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কশপ

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ২৫ জুলাই ২০১১ গাজীপুরে টিএনএ (ট্রেনিং নীড এ্যাসেসমেন্ট) বিষয়ক ১টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। দিনব্যাপি কর্মশালার ট্রেনিং এর বিষয়বস্তুগুলো উঠে আসে। আমিকের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ, সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মাহফিদা দীনা রুবাইয়া, জাহিদ ইকবাল, প্রোগ্রাম অফিসার উপস্থিত ছিলেন। শেখর ব্যানার্জি প্রোগ্রাম ম্যানেজার ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন। কর্মশালাটিতে অংশ নেয় গাজীপুর সেন্টার ও মধুমিতা প্রকল্পের প্রোগ্রামার, সহকারী প্রোগ্রামার, কাউন্সেলর, সহকারী কাউন্সেলর, পেইড ভলান্টিয়ার মেডিকেল এ্যাসিসটেন্ট প্রমূখ। সারা দিনব্যাপি এ আয়োজনটি দুটি ভাগে করা হয়। প্রথমে কর্মশালাটির উদ্দেশ্য আলোচনা করেন আমিকের সহকারী পরিচালক। তিনি বলেন, কাজে সফলতা পেতে গেলে দক্ষ কর্মী প্রয়োজন এবং দক্ষ কর্মী তৈরির জন্য প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। তবে প্রশিক্ষণের বিষয় বস্তু নির্ধারন খুবই গুরুত্বপুর্ণ বিষয়, তাই সবাইকে তিনি আহবান জানান স্বত:স্ফুর্ত অংশ গ্রহণের জন্য। জনাব জাহিদ ইকবাল মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন এর বিভিন্ন পদ্ধতি আলোচনা করেন। দ্বিতীয় ভাগে ফ্যাসিলিটেটর জনাব শেখর ব্যানার্জি তিনটি দলে অংশগ্রহণকারীদের ভাগ করেন। প্রতিটি দলকে প্রশিক্ষণের বিষয় ও সেন্টার পরিচালনায় সুপারিশসমূহ লিখতে বলা হয়। দলীয় কাজ শেষে তা উপস্থাপনের মাধ্যমে কর্মশালাটি শেষ করা হয়।

তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার রোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণে চিকিৎসকদের অংশগ্রহণ

ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল ও রিসার্চ ইনস্টিটিউট গত ৩১ জুলাই হতে ২ আগস্ট ২০১১ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপি একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। "ওরিয়েন্টেশন ফর এনগেজিং ফিজিশিয়ানস্ ইন টোবাকো সেজেশন এন্ড ট্রেনিং অফ কাউন্সেলরস্" বিষয়ক প্রশিক্ষণটিতে আর্থিক সহযোগিতা করেন ডাব্লিউএইচও। তিন দিনব্যাপি এ প্রশিক্ষণে ২ ও ৩ আগষ্ট আমিকের সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার মাহফিদা দীনা রুবাইয়া ও প্রোগ্রাম অফিসার জাহিদ ইকবাল কমিউনিকেশন ও বেসিক কাউন্সেলিং বিষয়ে সেশন পরিচালনা করেন।

ডে আউটে হোপ ক্লাবের সদস্যরা

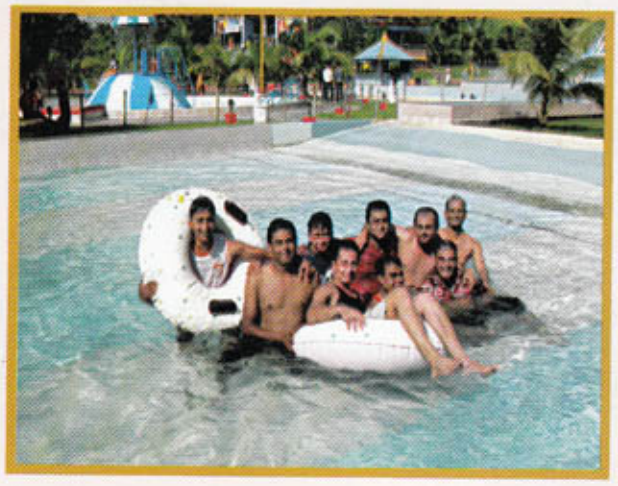

'হোপ ক্লাব', নামের মধ্যেই রয়েছে আশা ও উদ্দীপনা। আমিকের প্রতিষ্ঠিত হোপ ক্লাবটি সুস্থতাপ্রাপ্ত মাদকনির্ভরশীলদের সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা ও আনন্দময় জীপন যাপন করার জন্য হোপ ক্লাব সহায়তা দিয়ে আসছে।

সুস্থ্য বিনোদনের বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ৯ জুলাই নন্দন পার্কে সারাদিনব্যাপি ডে আউটের আয়োজন করে। ২০ জন সুস্থতা প্রাপ্ত মাদক নির্ভরশীল টগবগে তরুণ এতে অংশ নেয়। ব্যানার দ্বারা সুসজ্জিত গাড়িতে করে মাদকমুক্ত জীবনের জয় গানের মধ্য দিয়ে তারা শ্যামলী হতে নন্দন পার্কের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। নন্দন পার্কের বিভিন্ন রাইড ও ওয়াটার জোন তাদের পদচারণায় মুখর হয়ে ওঠে। তাদের জন্য এই দিনটি ছিল অত্যন্ত আনন্দময় এবং এ ধরনের আয়োজন তাদের জন্য খুবই প্রয়োজন।

সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং

'প্রিভেনশন অফ ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভি এমং ড্রাগ ইউজারস ইন সার্ক কান্ট্রিস' প্রকল্পের আওতায় মহিলা মাদকাসক্ত ও পুরুষ মাদকাসক্তের যৌন সংগীদের নিয়ে ১৪ টি স্পট বা স্থানে কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে। প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী লক্ষিত জন গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত ১০টি সাপোর্ট গ্রুপ আছে, একেকটি গ্রুপ ২ জন পিয়ার এর দায়িত্বে পরিচালিত হচ্ছে।

প্রতিটি গ্রুপের সদস্য সংখ্যা ৫-৬ জন। গ্রুপের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয়, নিজেদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও একে অন্যকে সহযোগিতা করার উদ্দ্যেশে কাজ করছে। গত জুলাই হতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মোট ১১টি সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং এর আয়োজন করা হয়। মিটিংয়ে সাপোর্ট গ্রুপের সদস্য ছাড়াও পিয়ার আউটরিচ কো অর্ডিনেটর ও আউটরিচ ওয়ার্কার উপস্থিত ছিলেন।

সুরক্ষা, টঙ্গি সেন্টারে এইচ ১৩ প্রকল্পের ক্লায়েন্টদের এইচআইভি পরীক্ষা

এইচ ১৩ প্রকল্পটি সমাজের ঝুঁকিপূর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত মহিলা মাদকাসক্ত ও পুরুষ মাদকাসক্তের নিয়মিত যৌন সংগীদের ড্রপ ইন সেন্টার ও আউটরিচ এর মাধ্যমে এইচ আইভি ও এসটিআই, বিষয়ক সচেতনতামূলক সেবা প্রদান করে আসছে।এই প্রকল্পে এইচআইভি পরীক্ষা করার সুযোগ না থাকায় রেফারাল লিংকেজ এর মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এফএইচআই এর সহযোগীতায় পরিচালিত সুরক্ষা সেন্টারে তাদের এইচআইভির জন্য রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। সেপ্টেম্বর মাসে মোট ১২ জন ক্লায়েন্টকে এইচআইভি'র জন্য রক্ত পরীক্ষা করানো হয়েছে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধি

পিয়ারদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গত জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে ড্রপ ইন সেন্টার গাজীপুরে দুইটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণে ১৩ জন পিয়ার অংশ নেয়। এইচ ১৩ প্রকল্পে ১৪টি স্পটে মোট চৌদ্দজন পিয়ার কাজ করে। পিয়াররা আউটরিচ এ নতুন ক্লায়েন্ট চিহ্নিত করা, সেন্টারের সেবা সমূহ নিতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করা, এইচআইভি, এসটিআই এর ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতামূলক তথ্য প্রদান করে থাকে। পিয়ারদের মাঝে থেকে পিয়ার লতা পূর্বের সেশন রিভিউ করেন এবং অন্যান্যদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনা করেন এছাড়া সোসাল ওয়ার্কার ওভার ডোজ বিষয়ে আলোচনা করেন।

সিয়াম সাধনার পর ঈদ উদ্‌যাপন

'স্রষ্টার ইবাদত ও সৃষ্টির সেবা' ঢাকা আহছানিয়া মিশনের এই মূল মন্ত্রকে সঙ্গী করে ১ মাস সিয়াম সাধনার পর গত ৩১ আগস্ট ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুরে উদ্‌যাপন করা হয় পবিত্র ঈদুল ফিতর ২০১১। সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ঈদুল ফিতরের জামাত আদায়ের পর থেকে বাড়ির আমেজে রকমারি সুস্বাদু খাবারের আয়োজন করা হয়। ঈদ উৎসবের অন্যান্য আয়োজনের মধ্যে ছিল দেয়ালিকা প্রকাশ, সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা এবং প্রীতি ফুটবল ম্যাচ। এই আনন্দ উৎসব ঈদের তৃতীয় দিন পর্যন্ত বিরাজ করে।

পবিত্র ইফতার মাহ্‌ফিলে হোপ ক্লাব

গত ১৯ আগস্ট ২০১১ তারিখ রোজ শুক্রবার ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, গাজীপুরে পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে এক ইফতার মাহ্‌ফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত ইফতার মাহ্‌ফিলটি কেন্দ্র হতে চিকিৎসা প্রাপ্ত রিকবারিদের দ্বারা পরিচালিত হোপ ক্লাব এর সহযোগিতায় আয়োজন করা হয়। ২০ জন হোপ ক্লাব এর রিকোভারী সদস্য, ২ অভিভাবক, চিকিৎসারত সকল রোগী ও ষ্টাফসহ ১২০ জনের উপস্থিতিতে সম্পূর্ণ ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে ইফতার মাহফিল সম্পন্ন হয়। হোপ ক্লাবের সদস্য ও সেন্টারে অবস্থানরত রোগীদের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এ ধরনের মাহ্‌ফিল সত্যিই প্রসংশনীয়। উক্ত আয়োজন উপস্থিত অভিভাবকেরা সবার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করেন এবং এ জাতীয় মাহফিল রোগীদের সুস্থতার পথে পাথেয় হিসাবে কাজ করবে বলে তারা মন্তব্য করেন।

ফেলোশিপ গঠনে 'এইচ এন্ড আই'

নারকোটিক্স এনোনিমাস বিশ্বব্যাপী একটি ফেলোশিপ প্রোগ্রাম-এর মাধ্যমে পৃথিবীর প্রায় সব দেশের অসংখ্য মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিরা মাদকমুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করছে। আমিকের গাজীপুর সেন্টারে শুরু থেকেই এন এ বা নারকোটিক্স এনোনিমাসের চর্চা ছিল। ঢাকা এরিয়া সার্ভিস কমিটির এইচ এন্ড আই (হসপিটাল এন্ড ইনস্টিটিউশন) পক্ষ থেকে জনাব হাসিব ছোট পরিসরে একটি কর্মশালা করেন। কর্মশালায় নারকোটিক্স এনোনিমাসের ঢাকা এরিয়া সার্ভিস কমিটির পরিচিতি ও কার্যক্রম এবং ঢাকায় অন্যান্য ফেলোশিপের গ্রুপ মিটিংগুলোর অবস্থান ও কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করা হয়। গাজীপুর সেন্টারের চিকিৎসাধীন রোগী ও ফলোআপ রোগীরা নিজেদের ফেলোশিপের সাথে সম্পর্কযুক্ত করার বিষয়ে উৎসাহ প্রকাশ করে। সেন্টার ম্যানেজার জনাব সাইফুর আলম কাজল এবং প্রোগ্রামার রাকিবুল ইসলাম ও কামরুজ্জামান মনি পরবর্তীতে ফেলোশিপের সাথে যোগাযোগ ও অন্যান্য কার্যক্রমের জন্য দায়িত্ব নেন।

নারকোটিক্স এনোনিমাসের কার্যক্রম ও গঠন বিষয়ক কর্মশালা

বাংলাদেশে প্রথমবারের মত নারকোটিক্স এনোনিমাসের গঠন ও কার্যক্রম বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে ওয়াইডব্লিউসিএ মিলনায়তনে গত ২০ আগষ্ট ২০১১ প্রায় ২০ বছর ধরে বাংলাদেশে মাদকমুক্ত জীবনের জন্য নারকোটিক্স এনোনিমাসের প্রোগ্রাম ব্যবহার হয়ে আসছে। এটি মূলত বিশ্বব্যাপী অলাভজনক ফেলোশিপ সংগঠন। সংগঠনের কার্যক্রম ও গঠনকে পরিপূর্ণ রূপ দেয়ার জন্য রিসোর্স পারসন হিসেবে এসেছিলেন মিং পাওলো, ফিলিপিন্স এবং মি. জয়দ্বীপ, ভারত। তারা দিনব্যাপি প্রোগ্রামের ১২ ধাপ, ১২ ট্রেডিশন এবং ক্ষুদ্র দলীয় পর্যায়ের কাজ থেকে শুরু করে আঞ্চলিক পর্যায়ের বিষয় নিয়ে আলোচনা, প্রেজেন্টেশন ও গ্রুপ ওয়ার্ক করেন। দেশের বিভিন্ন মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন সেন্টার ও এন এ গ্রুপের সদস্যরা এতে অংশ নেয়। গাজীপুর মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের প্রোগ্রামার ও প্রোগ্রাম এ্যাসিসটেন্ট ও রিকোভারি বন্ধুরা কর্মশালায় অংশ নেয়।

নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা অত:পর পূর্বের অবস্থায় ফেরা!

নুরুন নাহার এইচ-১৩ প্রকল্পের একজন উপকারভোগী ইন্টারম্যাক্স গার্মেন্টসে-এ মাসিক ২৮০০ টাকা বেতনে হেলপার হিসেবে যোগদান করেন মার্চ ২০১১। নতুন পরিবেশে, নতুন নিয়ম-কানুন মেনে করা শুরু করেন।

৬ মাস কাজ করার পর কাজ ছেড়ে দেন। সংসারে মাদকাসক্ত স্বামীর জন্য অশান্তি, অফিসের নিয়ম, তাছাড়া গামের টান (মাদকের ঠান) সব কিছু মিলে কাজে মন বসাতে পারে না। তার খুব ইচ্ছা ছিল আগের পেশা ও মাদক ছেড়ে সংসারী হওয়ার, তাই ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ দিনের ডিটক্স করার পর সে কাজে যোগ দেন। সুস্থ থাকার মতো পারিবারিক বন্ধন, পেশা বা নেশা কোনটি তাকে স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরে আসতে সাহায্য করেনি। মাদক মুক্ত থাকা বা জীবনকে সুন্দরভাবে সাজানোর জন্য পারিবারিক যে বন্ধন প্রয়োজন তা তার ছিল না।

পারিবারিক বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে পথ শিশুতে পরিণত হওয়া অন্যান্য শিশুদের মতই তারও জীবনের গল্প। তার মাতাল বাবার অত্যাচারে গর্ভবতী অবস্থায় তার মা গাজীপুরে আসে সেখানে নুরুন নাহারের জন্ম হয়।

(এরপর ৫-এর পাতায়)।

(৪র্থ পাতার পর) নিজেকে পরিবর্তনের চেষ্টা...

তার বেড়ে ওঠা, তার শৈশব, কৈশোর কাটে গাজীপুর রেল স্টেশনে। ছোট বেলা থেকেই অন্ন সংস্থানের জন্য তাকে বাজারে তরকারী কুড়াতে হতো। কৈশোর বয়সে জড়িয়ে পড়ে যৌন কাজে। যৌন সংগী ও অন্যান্য যৌন কর্মীদের সাথে তার মাদক গ্রহণ শুরু। সিগারেট ও গাঁজার মাধ্যমে নেশা গ্রহণ শুরু হলেও পরে গাম এ আসক্ত হয়ে পরে।

৩২ বৎসর বয়সী নাহার ২০০৯ সাল থেকে 'প্রিভেনশন অফ ট্রান্সমিশন অফ এইচআইভি এবং ড্রাগ ইউজারস ইন সার্ক কান্ট্রিস' প্রকল্প দ্বারা পরিচালিত ড্রপ ইন সেন্টার এর সাথে সম্পৃক্ত। সেন্টারের আউটরিচ ওয়ার্কার এর মাধ্যমে সে সেন্টারে নিয়মিত আসা যাওয়া শুরু করেছিল। সকাল ১০টা থেকে ৪টা পর্যন্ত সেন্টারে অবস্থানকালীন সময়ে সে গোসল, দুপুরের খাবার, বিনোদন, সেশন, কাউন্সেলিং এবং সাধারণ স্বাস্থ্য চিকিৎসা, যৌন রোগের চিকিৎসা নিয়ে আসছে। মাদক মুক্ত থাকার জন্য এক সময় সে খুব আগ্রহী হয়। তাকে আপন, মধুমিতা সেন্টারে মাদক থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য পাঠানো হয়।

মাদকমুক্ত থাকা বা সম্মানজনক কোনো পেশায় ফিরে না গেলেও নাহার ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন। এইচ আইভি প্রিভেনশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে সে যৌন রোগ এইচআইভি এইডস সম্পর্কে তথ্য জানে। তার প্রয়োজনীয় সেবা সমূহ কোন কোন প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে পারে তা জানে। জীবনের এই ছোট ছোট পরিবর্তন গুলোই হয়ত তাকে সফলতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমিক "মধুমিতা" প্রকল্পের পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এইচআইভি এন্ড এসটিআই প্রিভেনশন প্রজেক্ট ফর আইডিইউ, আমিক-মধুমিতা সেন্টার এর মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ সূঁই-সিরিঞ্জ দ্বারা নেশা গ্রহণ কারীদের মাদক মুক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। নেশা গ্রহণকারীদের সেবাকে আরও কার্যকরী করতে গত জুলাই-২০১১ তারিখ থেকে ক্লায়েন্ট এবং তার পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কার্যক্রম শুরু করে।

আমিক-মধুমিতা চাঁনখারপুল সেন্টারে গত জুলাই এবং আগষ্ট ২০১১ মাসে লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ২২ জন মাদকনির্ভরশীল ব্যক্তি এবং তার পরিবারের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সেবা প্রদান করা হয়। উক্ত সেবার মাধ্যমে তারা পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করে। তারা আরো জানতে পারে কিভাবে অপরিকল্পিত গর্ভধারণ রোধ করা যায়। এই সেবাকে আরো কার্যকর করতে দাতা সংস্থা অভিজ্ঞ কাউন্সিলরদের এ বিষয়ের উপর ট্রেনিং প্রদান করেছেন।

আমিক "মধুমিতা" প্রকল্পের ফ্যামিলি মিটিং বিষয়ক কার্যক্রম

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন এইচআইভি এন্ড এসটিআই প্রিভেনশন প্রজেক্ট ফর আইডিইউ প্রকল্পের মাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ সূঁই সিরিঞ্জ দ্বারা নেশা গ্রহণকারীদের মাদক মুক্তির চিকিৎসার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে আসছে। চিকিৎসার পরবর্তী সময়ে মাদকমুক্ত থাকার জন্য পরিবারের ভূমিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকল্পের শুরু থেকেই ক্লায়েন্ট এবং তার পরিবারের মধ্যে সম্পর্কে উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালনা আসছে।

আমিক-মধুমিতা চাঁনখারপুল সেন্টারের প্রতি শনিবার ফ্যামিলি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, এতে চিকিৎসাধীন ক্লায়েন্ট এবং তার পরিবার পরিজন অংশগ্রহণ করে। ফ্যামিলি মিটিং-এ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। যেমন- সেন্টারের নিয়ম-কানুন, চিকিৎসা পদ্ধতি, নেশার নির্ভরশীলতা, ল্যাপ্স-রিল্যাপ্স কী? কিভাবে রিল্যাপ্স প্রতিরোধ করা যায়, রিল্যাপ্স প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকা এবং নেশার ক্ষতিকর দিক সমূহ। গত জুলাই এবং আগষ্ট ২০১১ মাসে লক্ষ্যমাত্রা অনুয়ায়ী ১৩টি ফ্যামিলি মিটিং অনুষ্ঠিত হয়, গড়ে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯ জন। তাছাড়াও মাঠপর্যায়ে প্রতিনিয়ত পরিবারের সাপোর্ট গ্রুপ মিটিং অনুষ্ঠিত হয়।

চাঁনখারপুল সেন্টারের ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আমিক "মধুমিতা" চাঁনখারপুল সেন্টারে প্রতিবারের ন্যায় গত ৩১/০৮/২০১১ ইং তারিখে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উদ্‌যাপন করা হয়। পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষ্যে ক্লায়েন্টদের নিয়ে দিনব্যাপী বিভিন্ন ধরনের কার্যক্রম পালিত হয়। যেমন- ক্লায়েন্টদের মাঝে নতুন বস্ত্র বিতরণ, ঈদের নামাজ আদায়, বিশেষ খাবার, বিনোদন ও অভিভাবকদের সাথে কুশল বিনিময়। দীর্ঘ এক বছর পর ক্লায়েন্টদের নিয়ে যে পবিত্র ঈদ আনন্দ পালন করা হয় তা সত্যিকার অর্থে মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের সুস্থতার জন্য অনেক অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

ময়মনসিংহ সেন্টারের ঈদুল ফিতর উদ্‌যাপন

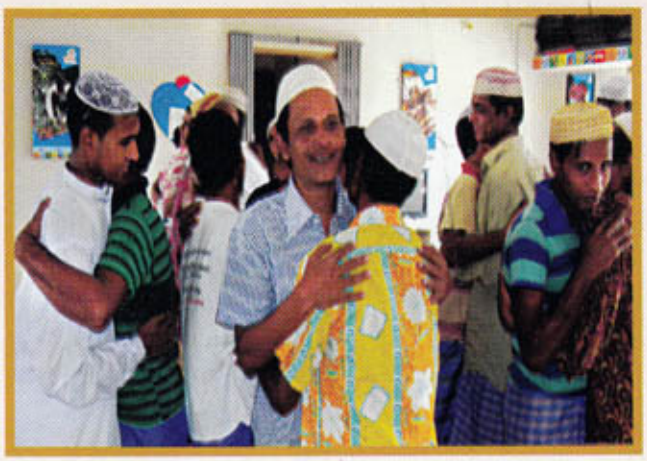

আমিক মধুমিতা সেন্টার, ময়মনসিংহ এ ঈদ উল ফিতর উদযাপন করা হয়। ঈদ উদযাপন উপলক্ষে দিনব্যাপী বিভিন্ন আয়োজন রাখা হয়। এর মধ্যে উন্নত খাবার, বিনোদন, রিকভারি ক্লায়েন্টদের অনুভূতি শেয়ারিং ও পুরস্কার প্রদান ইত্যাদি। এছাড়া ঐ দিন অভিভাবকদের সাথে সাক্ষাৎ এর মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়।

সাভার গেন্ডা সেন্টারের ঈদ উল ফিতর উদ্‌যাপন

আমিক "মধুমিতা" সেন্টার নামা গেন্ডা ,সাভার এ পবিত্র ঈদ উল ফিতর উপলক্ষে ৩ দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঈদ উদযাপন করা হয়। পবিত্র ঈদ উল ফিতরের জামাত আদায় ও পরিবারের প্রিয়জনদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে দিনটি শুরু হয়। এর পর বিনোদন, ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তিন দিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও উন্নত মানের খাবার পরিবেশনের মাধ্যমে সমাপ্তি ঘটে। আমিক মধুমিতা প্রকল্পে সমাজের সুবিধা বঞ্চিত সূঁচ-সিরিঞ্জ এর মাধ্যমে মাদক গ্রহণকারী ব্যক্তিদের সেবা প্রদান করে আসছে। সমাজের এসব ব্যক্তি মাদক গ্রহণের কারণে পরিবার পরিজন থেকে দুরে সরে যায়। সামাজিক বা ধর্মীয় কোনো অনুষ্ঠান উদযাপন করার মতো অবস্থা তার থাকে না। তাই চিকিৎসাকালীন সময়ে ঈদ উদযাপন তাদের জন্য খুব গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করে।

যশোর সেন্টারের ঈদ উদযাপন

আমিকের অন্যান্য মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের ন্যায় যশোর সেন্টারে পবিত্র ঈদ উল ফিতর উৎযাপন করা হয়। ঈদের উৎসবকে আরোও আনন্দমুখর ও দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। দেয়ালিকায় চিকিৎসাপ্রাপ্ত বন্ধুরা কবিতা, ছড়া কৌতুক ও গল্প লেখেন। ঈদের বিশেষ আকর্ষণ ছিল সেন্টার সাজসজ্জা, উন্নতমানের খাবার ও বিনোদন এর ব্যবস্থা।

ইফতার মাহফিল

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র যশোর সেন্টারে পবিত্র রমজান মাসে ইফতার পার্টির আয়োজন করা হয়। ইফতার পার্টিতে সেন্টারে চিকিৎসা প্রাপ্ত ব্যক্তি ছাড়াও সেন্টারের সকল কর্মী ও এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। ইফতার মাহফিলে দোয়াখায়ের করা হয় এবং ধর্মীয় দৃষ্টিতে নেশা বা মাদক গ্রহণের অবস্থান তুলে ধরা হয়।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পরিবারের ভূমিকা

একজন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তির মাদকাসক্তির চিকিৎসা ও সুস্থতার পথ অতিক্রম করার জন্য পরিবার, আত্মীয় ও সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। রিকভারি ব্যক্তি তার সুস্থতার পথ অতিক্রম করতে গিয়ে নানা সমস্যায় জড়িয়ে পড়তে পারে। পরিবারের সদস্যদের সাথে তার ভুল বোঝাবুঝি, কাজের বিষয়ে সিদ্ধান্তহীনতা, অনেক সময় পরিবারের সদস্যরা রোগীদের কর্মকান্ডে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে , তাদের সাথে রোগীদের সম্পর্কের অবণতি ঘটে। অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি ও সামাজিক পুনর্বাসন বিষয়ে অবহিত করার লক্ষ্যে যশোর সেন্টারে প্রতি শনিবার অভিভাবকদের সাথে মিটিং করা হয়। এসব মিটিং-এ অভিভাবকদের সাথে রোগীর সম্পর্ক উন্নয়ন, রিল্যাপ্স, নেশা গ্রহণের ক্ষতিকর দিক, ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। মিটিং এ অভিভাবকরা চিকিৎসা বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্ন করে থাকেন।

ঈদ উপলক্ষে নতুন বস্ত্র বিতরণ

স্থানীয় ৬৭নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও চাঁনখারপুল ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের সহয়োগিতায় ঈদের দিন ক্লায়েন্টদের মাঝে লুঙ্গি বিতরণ করা হয় এবং লুঙ্গি পেয়ে তারা খুব আনন্দিত হয়। পবিত্র নামাজের পর ক্লায়েন্টদের পরিবার, পরিজন ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করার মধ্য দিয়ে ঈদ উৎসবকে আরো আনন্দঘন করা হয়।

আচরণ পরিবর্তনে কারা কর্মকর্তা ও কয়েদীদের পরিবার

(এরপর ৭-এর পাতায়)।

(৬ষ্ঠ পাতার পর) আচরণ পরিবর্তনে কারা...

জাতিসংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অঙ্গ সংগঠনের একটি প্রকল্প প্রিজন ইন্টারভেনশন যা কারা অভ্যন্তরে অবস্থানরত কয়েদীদের এইচ আইভি প্রতিরোধে কাজ করে। এই প্রকল্পের আওতায় মাদক, যৌন রোগ, যক্ষ্মাসহ অন্যান্য স্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষা দেয়া হয়। স্বাস্থ্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তন। মাদক সেবন এবং বিশেষ করে শিরায় সুঁইয়ের মাধ্যমে নেশাগ্রহণকারীরা এইচআইভির জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকিপুর্ণ অবস্থার বাইরে যেতে হলে তাদের অবশ্যই আচরনের পরবর্তন প্রয়োজন।

গত ১৫ আগষ্ট ২০১১ বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে অবস্থানরত কয়েদীদের পরিবারে সদস্য ও কারা কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এখানে কয়েদীদের পরিবারের সাথে কারাকর্মকর্তাদের খোলামেলা আলোচনা হয় এবং পরিবারের সদস্যদের এইচআইভি ও মাদক বিষয়ে ধারণা দেয়া হয়।

পরিবারের সদস্যরা নিজেদের জন্য এবং তাদের আত্মীয় পরিজন যারা কারা অভ্যন্তরে রয়েছে তাদের সবার এইচআইভি থেকে মুক্ত থাকতে হলে ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। পরিবারের সদস্যদের নিয়ে এই সেশনে সঞ্চালক হিসেবে ছিলেন প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রোজেক্টের সাইট অফিসার আব্দুর কাদের এবং ডেপুটি জেলার জনাব মোঃ নিজামউদ্দিন ও জনাব মোঃ ফখরউদ্দিন। কর্মশালার অংশগ্রহণকারীরা সবাই উৎসাহের সাথে এই কার্যক্রমে অংশ নেন এবং কারা কর্মকতাদের সাথে তাদের মধ্যে একটি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টি হয়।

বন্দীত্বের মাঝেও ইতিবাচক কর্মকান্ড

বর্তমান সময়ে কারাগারকে শাস্তির জায়গা না ভেবে বরং ইতিবাচক পরিবর্তন ও নানা ধরনের শিক্ষা দেয়া হয়। কারাগারে আটক বন্দীরা আমাদের সমাজেরই একজন। প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রকল্পের এইচআইভি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গাজীপুর ও বরিশাল কারাগারে পিয়ার ভলান্টিয়ার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

সেই প্রশিক্ষণের সূত্র ধরে কারা অভ্যন্তরে সেল্ফহেল্প গ্রুপ বা আত্মসহায়তামূলক দল গড়ে উঠেছে। একজন দল নেতার নেতৃত্বে ১০ থেকে ১২জন বন্দী মিলে একেকটি দল গড়ে তুলেছে।তারা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিষয় নিয়ে সহয়োগিতা বা শেয়ারিং করে থাকে। এইচআইভি, যৌনরোগ, যক্ষ্মা ও মাদকাসক্তিসহ স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তারা আলোচনা করে থাকে।

ধানসিঁড়ি এখন ধুমপানমুক্ত

বরিশাল কেন্দ্রীয় কারাগারের অনেকগুলো ওয়ার্ডের মদ্যে ধানসিঁড়ি ওয়ার্ডটি কিশোর বন্দীদের জন্য বরাদ্দকৃত। এখানে বিভিন্ন ধরনের অপরাধের জন্য শুধুমাত্র কিশোর বয়সের অপরাধীরা অবস্থান করে। এদের জন্য রয়েছে নানান ধরনের শিক্ষামূলক ব্যবস্থা। প্রিজন ইন্টারভেনশন প্রকল্পের আওতায় গঠিত সেল্ফ-হেল্প গ্রুপ ও পিয়ার ভলানটিয়ারদের উদ্যোগে কিশোর ওয়ার্ড "ধানসিড়ি'কে ধূমপানমুক্ত করা হয়েছে। সেখানকার সকল বন্দীদের সাথে আলোচনা ও উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে এই উদ্যোগ নেয়া হয়। বরিশাল কেন্দ্রীয় কারা কর্তৃপক্ষ বিষয়টির প্রসংশা করেন। ধানসিড়ি ওয়ার্ডটির সামনে ধূমপানমুক্ত ওয়ার্ড হিসেবে একটি নো স্মোকিং চিহ্নিত সাইন বোর্ড টাঙ্গানো হয়।

প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেলেন এইচ-১৩ প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠী

ইউকে এইড, ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে 'নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ' প্রকল্পটি পৌরসভার সহযোগিতায় গাজীপুর শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগী জনগোষ্ঠীর সঞ্চয়ী মনোভাব তৈরি, বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণের পর হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে এককালীন অনুদান হিসেবে টাকা বা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা উপকরন প্রদান করে থাকে। ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের এইচ-১৩ প্রকল্পের মোট ১৪টি স্পটের ২১৬ জন লক্ষিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে থেকে ৬০ জন এ প্রকল্পের আওতাভুক্ত। এইচ ১৩ প্রকল্পের কর্মীরা মাঠ পর্যায়ে সদস্য তৈরির সময় এইচ-১৩ প্রকল্পের সদস্যদের নাম অর্ন্তভুক্ত হতে সহযোগিতা করেন। ৬০ জনের মধ্যে থেকে ৭ জন বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অনুদান পেয়েছে। তারা হলেন- হেলেনা হোসেন (স্বামী- কামাল হোসেন) সে ২ দিনের প্রশিক্ষণ ও মুদি দোকান করার জন্য ৫০০০ টাকা অনুদান পেয়েছেন, সুমি আকতার (স্বামী- জামান) সে ১০ দিনের সেলাইয়ের উপর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং বিনা মূল্যে পাকা পায়খানা তৈরির সরঞ্জাম পেয়েছেন, জামিনা (স্বামী-মিলন মিয়া) মুরগী পালন-এর উপর প্রশিক্ষণসহ ৫০০০ টাকা অনুদান পেয়েছে, মর্জিনা বেগম (স্বামী- মোঃ দেলোয়ার) সে কাঁচা মালের ব্যবসা করার জন্য ৪০০০ টাকা অনুদান পেয়েছে, মনোয়ারা (স্বামী-জমির উদ্দিন) বিনামূল্যে পাকা পায়খানা তৈরির সরঞ্জাম পেয়েছেন, লনী রানী (স্বামী-খোকন) সে অনুদান হিসেবে একটি টিউবয়েল পেয়েছেন। এছাড়া অন্যান্য সদস্যরা প্রতি সপ্তাহে সঞ্চয় আকারে টাকা জমা রাখেন।

একজন নেশা মুক্ত বন্ধুর আত্মকথা

আকরাম হোসেন দুই বছর আগে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের কর্মীর সহযোগিতায় রাজশাহী জেলা থেকে ঢাকায় আসে, আমিক- মধুমিতা সেন্টারে চিকিৎসার জন্য। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে তার সঠিক ধারণা না থাকায় সে অতিরিক্ত নেশা করে আসে। ছয় ঘন্টা বিশ্রামের পরে তার Assessment করা সম্ভব হয়।

তার শিশুকালটা কাটে রাজশাহীতে। ছোটবেলা থেকে আকরাম অন্যদের থেকে একটু আলাদা ছিল যেমন- বাড়ির বাইরে থাকা, আড্ডা দেওয়া, সবসময় নেতা নেতা ভাব ছিল তার মধ্যে। অন্যের সাথে মারামারি করায় সে বেশি পারদর্শী ছিল। প্রাইমারী পাশ করার সাথে সাথে সে বন্ধুদের সাথে মিশে সিগারেট খাওয়া শুরু করে। যখন সে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ে তখন গাঁজা খাওয়া শুরু করে। তার ভিতর একটা ক্ষোভ কাজ করতো, কেন সে দেখতে ভাল হলো না।

তার কিশোর বয়স ছিল সম্পূর্ণ নেশায় আসক্ত। এসএসসি পাশ করার আগেই আকরাম হেরোইন নিত। পাশাপাশি হেরোইন বিক্রি করতো। কখনো তার নেশার টাকার কথা চিন্তা করতে হয়নি। দীর্ঘ পাঁচ বছর সে হেরোইন বিক্রির কাজে ব্যস্ত ছিল। পরিবার থেকে সবাই বিষয়টা জানতো কিন্তু তারা কিছু বলার ক্ষমতা রাখতো না। তারা বিভিন্ন ভাবে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু সে অনেক পথ পার করে ফেলেছে তাই ফেরার কোনো অবস্থা ছিল না।

এভাবে নেশায় আসক্ত অবস্থায় সে এইচএসসি পাশ করে পড়াশুনা ছেড়ে দেয় নেশার কারণে তখন সে প্রথম অনুভব করে তার চিকিৎসার প্রয়োজন আছে। তখন পারিবারিক ভাবে তাকে একটি চিকিৎসা কেন্দ্র থেকে ছয় মাস চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। চিকিৎসা শেষে দীর্ঘ আট বছর ভালো থাকে এবং তার কিছু ভ্রান্ত ধারণার কারণে আট বছর পর আবার নেশার জগতে ফিরে আসে।

(এরপর ৮-এর পাতায়)।

(৭ম পাতার পর) একজন নেশা মুক্ত...

আকরামের বাবা দেশের বাড়ি মুদির ব্যবসা করতেন, তাছাড়া ধানের ব্যবসা করতো। তারা আট ভাই বোন। আকরাম ভাইবোনদের মধ্যে ছয় নম্বর। সে যে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এটা পরিবারের সবাই বুঝতো কিন্তু কিছু করার ক্ষমতা তাদের ছিল না। কারণ সে আগ্রাসি প্রকৃতির ছিল।

আকরাম ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন, আমিক মধুমিতা ঢাকা সেন্টার থেকে মাদক নিরাময়ের চিকিৎসা নিয়ে দুই বছর যাবৎ ভালো আছে। সে ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা, ঢাকা সেন্টারে প্রথমে পিয়ার ভলান্টিয়ার পদে কাজ শুরু করেন। যখন সে পুনরায় নেশা গ্রহণ করে তখন তার স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয়। এখন আবার পুনরায় তার স্ত্রীর সাথে সুসম্পর্ক হয়েছে। বাবা-মা, ভাই-বোনদের সাথেও সুসম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। আকরাম এখন শুধু তার পরিবারের উন্নতির কথা চিন্তা করে, যাতে বাজে কোনো চিন্তা তাকে ভর করতে না পারে। এখন সে পরিবারকে তার দেয়া কথা রাখতে পেরেছে। তার ঝুকি গুলো সে চিহ্নিত করতে পেরেছে এবং সাথে সাথে প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহন করতে পেরেছে। বর্তমান নেশামুক্ত সুশৃঙ্খল জীবন-যাপন করছে। নতুন করে বেঁচে থাকার ইচ্ছা তৈরি হয়েছে। বর্তমান তিনি ঢাকা আহছানিয়া মিশন আমিক মধুমিতা ঢাকা সেন্টারে ডে-কেয়ার সহকারী হিসাবে কর্মরত আছেন।

তামাক অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ক ১৫তম বিশ্ব সম্মেলনে আমিক আমন্ত্রীত

আগামী ২০ থেকে ২৫ মার্চ সিঙ্গাপুরে অনুষ্ঠিতব্য তামাক অথবা স্বাস্থ্য বিষয়ক ১৫ তম বিশ্ব সম্মেলনে আমিকের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ এর দুটি প্রবন্ধ নির্বাচিত হয়েছে। Awareness through community involvement can make a significant impact on policy changes in national level: Dhaka Ahsania Mission experience প্রবন্ধটি মৌখিক উপস্থাপনা এবং A Study on effectiveness of Pictorial Warning message on tobacco packets to reduce tobacco use প্রবন্ধটি পোস্টারের মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য নির্বাচিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে আমিক প্রতিনিধিরা গত ১২তম, ১৩তম এবং ১৪তম বিশ্ব সম্মেলনেও অংশগ্রহণ করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে সহযোগিতার জন্য মন্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ

গত ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে একটি প্রতিনিধি দল মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এর সাথে সাক্ষাৎ করে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় সমর্থন প্রদানের জন্য অনুরোধ জানান। বিশেষ করে নিরক্ষর জনগোষ্ঠিকে তামাকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তামাক পণ্যের মোড়কে ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদানের বিষয়ে এবং পাঠ্য পুস্তকে তামাকের ক্ষতিকর বিষয়টি সম্পৃক্ত করার অনুরোধ জনানান। মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বিষয়টি গুরুত্বের সাথে শোনেন এবং পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সভাপতি কাজী রফিকুল আলম, অধ্যাপক অরুপ রতন চৌধুরী, ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর মিডিয়া ও এডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর তাইফুর রহমান এবং ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ। এসময় তাইফুর রহমান মাননীয় মন্ত্রীকে বিভিন্ন তামাক বিরোধী তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহযোগিতা করেন।

এছাড়া ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্ এর মিডিয়া ও এডভোকেসি কোঅর্ডিনেটর তাইফুর রহমান, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের সহকারী পরিচালক ইকবাল মাসুদ এবং ব্যারিস্টার তুরিন আফরোজ সমন্বয়ে গঠিত একটি টিম মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, তথ্য মন্ত্রী আবুল কালাম আজাদ, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী হাছান মাহমুদ, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী ক্যাপ্টেন তাজুল ইসলাম-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়ায় সমর্থনের জন্য অনুরোধ জানান। মন্ত্রীগণ তাদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানান ও সমর্থন ব্যক্ত করেন।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধনে মিডিয়া ক্যাম্পেইন

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়ার লক্ষ্যে ক্যাম্পেন ফর টোবাকো ফ্রি কিডস্-এর সহযোগিতায় প্রজ্ঞা মিডিয়া ক্যাম্পেইন এর উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই ক্যাম্পেনের অংশ হিসেবে দেশ টিভিতে তিনটি টক শো, বাংলাভিশনে তিনটি টক শো এবং এটিএন বাংলায় তিনটি টক শো-র আয়োজন করা হয়। টক শো গুলোতে অংশগ্রহণ করেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক আ ফ ম রুহুল হক ও তাইফুর রহমান, খাদ্য মন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক ও ফরিদা আখতার, শিল্প মন্ত্রী দিলিপ বড়ুয়া ও ইকবাল মাসুদ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম ও ব্যারিষ্টার তুরিন আফারোজ, স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামসুল ইসলাম টুকু ও সৈয়দ মাহাবুবুল আলম, মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শিরিন শারমিন ও তাইফুর রহমান, সংসদ সদস্য নাজমা আক্তার ও নাদিয়া কিরন, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের সচিব হুমায়ন কবির ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার ডাঃ মোস্তফা জামান, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব আজম ই সাদত ও ডাঃ সোহেল রেজা চৌধুরী, টক শো গুলোর সমন্বয় করেন বাংলা ভিশনের রুহুল আমিন রুশদ।

আমিক, বাড়ি- ৩/ডি, সড়ক-১, শ্যামলী, ঢাকা-১২০৭
কাজী রফিকুল আলম কর্তৃক প্রকাশিত এবং শব্দকলি প্রিন্টার্স, ৭০ বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট কাঁটাবন, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন: ৮১৫১১১৪, মোবাইল: ০১৬৭৩০৯৫২৩৬ ই-মেইল: info@amic.org.bd, Web: www.amic.org.bd